লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০২ টি	০০ টি	০২ টি	০০ টি	২ টি	০২ টি	১৬.৬৬%-৪০%	০০ টি	--

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০২ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রজেক্ট	১১০.০৫	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২
ইমপ্লিমেন্টেশন অব সিইডিএ ডব্লিও ফর রিভিউচিং ভায়োলেন্স এ্যাগেইনস্ট উইমেন	৮০.৭১	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রজেক্ট	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
ইমপ্লিমেন্টেশন অব সিইডিএ ডব্লিও ফর রিভিউচিং ভায়োলেন্স এ্যাগেইনস্ট উইমেন	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
২) **প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.৪০%:** জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদের এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে মাত্র ১০.৪০% অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা যায়।	২) প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটির ১০.৪০% অগ্রগতি অর্জন অস্বাভাবিক। প্রকল্পের এত স্বল্প অগ্রগতির কারণসমূহ যাতে ভবিষ্যতে এড়ানো যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।
৩) **সবগুলো অংগে বরাদ্দের সমান ব্যয় হওয়াঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১০টি অংগের বিপরীতে ৮০.৭১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং পিসিআরে ১০টি অংগের বিপরীতে ৮০.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের সকল অংগে টিপিপি সংস্থানের ঠিক সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়া অস্বাভাবিক।	৩) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র অংগভিত্তিক সংস্থানের সমান সমান ব্যয় হওয়া প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডি'কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

"Policy Advocacy and Legislative Reform"

শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (জিওবি) (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (জিওবি) (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০৭২.৭০ ১৫.০০ ১০৫৭.৭০*	--	১১০.০৫ ১৫.০০ ৯৫.০৫	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২**	--	১২ মাস (৪০%)

* United Nations Children Fund (UNICEF)

** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১২ (বার) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	Lagislative Reform in favour of Children	থোক	১৫০.০৭	থোক	৪.৭৮	
০২	Capacity of the Judges and Magistrates enhanced for the implementation of Laws	থোক	২৪৬.০৬	থোক	৬৪.৬৪	২৩ টি
০৩	Ensure proper functioning of the juvenile court under the Children Act	থোক	৬৮.০৫	থোক		
০৪	Ensure legal and other assistance for children who come in conflict with the law	থোক	১৫০.০৭	থোক		
০৫	Implememtation of Pilot Diversion Model along with Police and Social Service Department	থোক	১২৩.৫৫	থোক		
০৬	Research,Monitoring And Evaluation	থোক	২৫৩.৭	থোক	৩.৩২	থোক
০৭	Others Programmes(Workshop, Meetings)	থোক	২৩.৯৮	থোক	৩.৩৪	থোক
০৮	Project/Counterpart personnel	জনমাস	২৬.৪	৫ জন	১৭.৯৭	৪ জন
০৯	Furniture, Equipment, Stationary, Lgistics	থোক	২৮.৫৭	থোক	১১.৯৬	থোক
	মোটঃ		**১০৭২.৭০**		**১১০.০৫**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ

পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ১০.৫০% কাজ হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব, জনবল নিয়োগে বিলম্ব এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এর অর্ধেক জনসংখ্যা আঠারো বছরের কমবয়সী। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখানো হয়েছে যে, ৩.২০ কোটি শিশু দরিদ্র সীমার মধ্যে রয়েছে। দারিদ্রসীমা হ্রাসের লক্ষ্যে নারী ও শিশুর উন্নয়ন একটি অন্যতম কৌশল। শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সহিসংতা, হয়রানি, শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্য থেকে তাদের রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে একাধিক আইনি পদ্ধিত কার্যকর আছে। যেমন, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও শিশুদের অভিভাবকত্ব প্রভুত বিষয়ে বাংলাদেশে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্মীয় আইন কার্যকর আছে। এ কারণে বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক কোন চুক্তিকে জাতীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতীয় আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় আইন বলবৎ থাকে। শিশু অধিকার সনদ ১৯৯০ বাংলাদেশ সমর্থন করলেও এখনো তা স্থানীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। শিশু সম্পর্কিত অধিকাংশ স্থানীয় আইন শিশু অধিকার সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে একটি কম্প্রিহেনসিভ আইনি কাঠামোর দ্বারা শিশু অধিকার রক্ষার বিষয় নিশ্চিতকল্পে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ১০৭২.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে UNICEF আলোচ্য প্রকল্পে ১০৫৭.৭০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করবে। অবশিষ্ট ১৫.০০ লক্ষ টাকা জিওবি হতে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- পলিসি এবং আইনসমূহের উন্নয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের দ্বারা শিশুদের রক্ষা করার অধিকারকে সম্মান করার একটি সংস্কৃতি তৈরি করা এবং সেইসাথে সরকার এবং নাগরিক সমাজের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(ক) একটি কম্প্রিহেনসিভ আইনি কাঠামোর দ্বারা শিশু অধিকার রক্ষার বিষয় নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;
(খ) শিশু অধিকার আইন প্রয়োগকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা;
(গ) শিশু অধিকার কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো তৈরি করা এবং চাইল্ড অরিয়েন্টেড জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;
(ঘ) উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যাতে করে আইনের সাথে শিশু অধিকারের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ নিশ্চিত করা;
(ঙ) অল্টারনেটিভ নন-ডিনায়াল ফ্রিডম মেজার্স-কে উৎসাহিত করার জন্য কমিউনিটি বেজড কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(চ) গবেষণা ও স্টাডি পরিচালনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ ও জ্ঞান এর উন্নয়ন ঘটানো।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদনঃ

প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর ০৭/১০/২০০৯ তারিখে বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০১/০৪/২০১০ তারিখে ১০৭২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৮/১২/২০১১ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বর্তমান অতিরিক্ত সচিব নাসরিন বেগম ২৬/০৪/২০১০ তারিখ হতে ২৩/০৮/২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০২/২০১৫ ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক নাসরিন বেগম বিশেষ কারণে ছুটিতে থাকায় তার সাথে সাক্ষাত করা যায়নি। উপ-প্রকল্প পরিচালক মোঃ রফিকুল হাসান (উপ-সচিব, লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রকল্পের শুরু থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন বিধায় প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন এবং পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করেছেন।

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং পিসিআর বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ **Lagislative Reform in favour of Children:** শিশু আইন ও শিশু সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ উচ্চ আদালতের রায় ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে সংস্কার ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফ এর সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে একটি GAP Analysis Report (GAR) ও Children Code প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। GAR ও Children Code প্রণয়ন বাবদ ইউনিসেফ সরাসরি ৩৩২১১২/- টাকা খরচ করে। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে GAP Analysis Report (GAR), Children Code চূড়ান্তকরণ এবং শিশু আইন ও শিশু সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সংশোধন বা যুগোপযোগীকরণ সম্ভব হয়নি।

১১.২ **Capacity of the Judges and Magistrates enhanced for the implementation of Laws:** প্রকল্পের আওতায় বিচারক, পুলিশ, আইনজীবি ও প্রবেশন অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মকর্তাগণকে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম সম্পর্কে পেশাগত সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য Judicial Administration Training Institute (JATI), পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য পুলিশ স্টাফ কলেজ, প্রবেশন অফিসারদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং আইনজীবিদের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, সহকারী জজসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৩৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, ৯৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা, ৩২ জন আইনজীবি, ৮০ জন প্রবেশন/সমাজসেবা কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ২৯ জন কর্মকর্তা এবং আদালত, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৮৫ জন সহায়ক কর্মকর্তাকে অর্থাৎ মোট ৯৫৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম এর বিভিন্ন তত্বগত দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য ৪টি ব্যাচকে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ও কোনাবাড়ী, গাজীপুর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

১১.৩ **Ensure proper functioning of the juvenile court under the Children Act:** পিসিআর এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় আলোচ্য অঙ্গের আওতায় কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হয় নাই। প্রকল্পের আওতায় শিশু আইনের সংস্কার বা চূড়ান্তকরন যথাসময়ে সমাপ্ত না হওয়ায় **Juvenile Court** সমূহ ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১১.৪ **Ensure legal and other assistance for children who come in conflict with the law**: আলোচ্য প্রকল্পের এই অঙ্গের আওতায়ও দেখা যায় কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। তবে সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, পুলিশ, আইনজীবী, সমাজসেবা কর্মকর্তাগণকে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা শিশুদের আইনী সহায়তা পেতে বা নিশ্চিত করতে অনেকটা সহায়ক।

১১.৫ **Implememtation of Pilot Diversion Model along with Police and Social Service Department:** পুলিশ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে একত্রে একটি পাইলট ডাইভারশন (ভিন্নমূখী) মডেল বাস্তবায়নের প্রস্তাব টিপিপিতে থাকলেও এ অঙ্গের আওতায় কোন কাজ করা হয়নি কারন ডাইভারশন মডেলের পরিল্পনা শিশু আইনে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু শিশু আইনটি যথাসময়ে পাস না হওয়ায় প্রস্তাবিত এ অঙ্গের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

১১.৬ **Research,Monitoring And Evaluation**: প্রকল্পের আওতায় UNICEF এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১জন কনসালটেন্ট কর্তৃক একটি খসড়া GAP Analysis Report (GAR) এবং একটি খসড়া চিলড্রেন কোড প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে কোনটিই চূড়ান্তকরণ সম্ভব হয়নি।

১১.৭ **Others Programmes(Workshop, Meetings)**: ১৩/১০/২০১১ ইং তারিখে যশোরে আয়োজিত মতবিনিময়/ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে ২৩ জন অংশগ্রহণকারীসহ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি এবং ২ জন মাননীয় সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ০৮/০৬/২০১২ তারিখে গাজীপুরে আয়োজিত মতবিনিময়/ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেয়। এছাড়া ১৪/০৯/২০১২ তারিখে আরও একটি মতবিনিময় কর্মসূচিতে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন বিলোপ করে একটি নতুন শিশু আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া শিশু আইন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত খসড়াটির উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫/১১/২০১১ তারিখে ঢাকায় একটি জাতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

১১.৮ **Project/Counterpart personnel:** বর্তমান প্রকল্পটিতে জনবলের সংস্থান রাখা হয় ৫ জন। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে হিসাবরক্ষক ও প্রকল্প সহকারী পদে মে, ২০১১ সালে নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রকল্প সহকারী নিয়োগের ৪ মাস ৫ দিন পর কাজ ছেড়ে চলে যান এবং প্রকল্পের জন্য কোন এমএলএসএস নিয়োগ করা হয়নি।

১১.৯ **Furniture, Equipment, Stationary, Lgistics**: আলোচ্য অঙ্গের আওতায় ১১.৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।এয়ার কন্ডিশন, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ইউনিসেফ সরাসরি অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করে।

১২.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ** পিসিআর এবংপরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির অর্জন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) একটি কম্প্রিহেনসিভ আইনি কাঠামোর দ্বারা শিশু অধিকার রক্ষার বিষয় নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;	(ক) শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি কম্প্রিহেনসিভ আইনি কাঠামো গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র GAP Analysis Report (GAR) এর খসড়া প্রণয়ন করা হলেও চূড়ান্তকরণ হয়নি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়নি।
(খ) শিশু অধিকার আইন প্রয়োগকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা;	(খ) শিশু অধিকার সুরক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিচারক, পুলিশ, আইনজীবি ও প্রবেশন অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মকর্তাগণকে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম সম্পর্কে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(গ) শিশু অধিকার কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো তৈরি করা এবং চাইল্ড অরিয়েন্টেড জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;	(গ) শিশু অধিকার কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো তৈরি করা এবং চাইল্ড অরিয়েন্টেড জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে (GAR) ও Children Code এর খসড়া প্রণয়ন করা হলেও চূড়ান্তকরণ হয়নি যার ফলে একটি সংস্কারকৃত যুগোপযোগী শিশু আইনের ভিত্তিতে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি;
(ঘ) উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যাতে করে আইনের সাথে শিশু অধিকারের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ নিশ্চিত করা;	(ঘ) শিশু অধিকারের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে যারা মূল ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি।
(ঙ) অল্টারনেটিভ নন-ডিনায়াল ফ্রিডম মেজার্স-কে উৎসাহিত করার জন্য কমিউনিটি বেজড কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং	(ঙ) অল্টারনেটিভ নন-ডিনায়াল ফ্রিডম মেজার্স-কে উৎসাহিত করার জন্য কমিউনিটি বেজড কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
(চ) গবেষণা ও স্টাডি পরিচালনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ ও জ্ঞান এর উন্নয়ন ঘটানো।	(চ) GAP Analysis Report (GAR) ও Children Code এর খসড়া প্রণয়ন ব্যতীত কোন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ বা জ্ঞানভিত্তিক গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি।

১৩.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির টিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে শিশু আইন ও শিশু সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংস্কার ও যুগোপযোগীকরন। সেইসাথে শিশু অধিকার সুরক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। প্রকল্পের অধীনে মূলত ৩টি কাজ করা হয়েছে।যথা:প্রশিক্ষন কর্মসূচি, GAR ও Children Code এর খসড়া প্রণয়ন করা কিন্তু এগুলো চূড়ান্তকরণ হয়নি যার ফলে একটি যুগোপযোগী শিশু আইন এবং সে আইনের ভিত্তিতে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।শিশু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং শিশু অধিকার সুরক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কোন দৃশ্যমান কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়নি। প্রকল্পটি টিপিপি অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অনুমোদন প্রক্রিয়া বিলম্বের কারণে এটি কার্যত: জুলাই ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এপ্রিল ২০১১ তে। টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ৬ জন জনবলের সংস্থান রাখা হলেও প্রকল্প সহকারী ও হিসাব

রক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান মে ২০১১ সালে। প্রকল্প সহকারী নিয়োগের ৪ মাস পরে চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সুতরাং দেখা যায়, প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া বিলম্ব, জনবল নিয়োগে বিলম্ব, পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় সর্বোপরি প্রকল্পটির মেয়াদ ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১২ সালে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০৩/০২/২০১৫ তারিখ অর্থাৎ প্রায় ২ বছর ২ মাস পর।

১৪.২ **পিসিআর-এ তথ্যগত ভুল ও তথ্যের অপর্যাপ্ততাঃ** পিসিআর-এর Part-A 8(B) কলামে Date of Commencement ২০১০ দেখানো হয়েছে, Part-B 1(2) কলামে Latest Revised জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ দেখানো হয়েছে। অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজনে ২টি কম্পোন্যান্টে ব্যয় দেখানো হয়েছে GAR-এর জন্য। Part-D এ পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনের কলামে ৬টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন সম্পর্কিত তথ্য দেখানো হয়নি। শুধু ২টি উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন দেখানো হয়েছে।

১৪.৩ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল এবং উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়ঃ** GAP Analysis Report এর ভিত্তিতে একটি শিশু আইন প্রণয়ন করে জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেমের বিপরীতে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা একটি সময়সাপেক্ষ কাজ যা এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমার প্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয়।

১৪.৪ **প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.৪০%:** জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদের এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে মাত্র ১০.৪০% অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা যায়।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা ঃ

১৫.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে পিসিআর আইএমই বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন;

১৫.২ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত পিসিআর-এ সকল ছকে নির্ভুল ও পর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে যত্নবান হতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের টিপিপি অনুমোদন এবং পর্যালোচনার সময় প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব কি-না বা বাস্তবসম্মত কি-না তা যাচাইয়ের বিষয়টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন;

১৫.৪ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটির ১০.৪০% অগ্রগতি অর্জন অস্বাভাবিক। প্রকল্পের এত স্বল্প অগ্রগতির কারণসমূহ যাতে ভবিষ্যতে এড়ানো যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে;

১৫.৫ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা বা বিলম্ব পরিহার করার জন্য ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকল কতৃপক্ষকে আরও তৎপর হতে হবে; এবং

১৫.৭ ১৫.১ হতে ১৫.৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহীত পদেক্ষপ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Implementation of CEDAW for Reducing Violence against Women (2nd Revised)" শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন,২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : লেজিসটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/লেজিসটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১১২.১৫	৯৬.৪৭	৭৬.৫৯	জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২ (১৮ মাস)	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ (২৪ মাস)	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ (২৪ মাস)	-	৬ মাস (৩৩.৩৩%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে)** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) রাজস্ব					
	সরবরাহ ও সেবা					
১।	অফিস ভাড়া	থোক	১৫.০০	-	-	-
২।	পরিদর্শন এবং ভ্রমন	থোক	২.৫০	থোক	২.৩০	থোক
৩।	কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	১.৫০	১ টি	১.৫০	১টি
৪।	সিডো বেঞ্চ বই প্রস্তুতকরণ (কনসালটেন্ট এন্ড রিভিউ)	সংখ্যা	৬.১৭	১টি	৬.১৭	১টি
৫।	সিডোর ওপর গবেষণা/পলিসি	জন	৫.২৫	২ জন	৫.০০	২ জন
৬।	সিডোর বেঞ্চ বই প্রকাশনা	সংখ্যা	৬.০০	৫০০	৩.৩৫	৬০০
৭।	সিডোর বাংলা ইজি ভার্সন প্রকাশনা	সংখ্যা	৩.৩০	৫০০০টি	৩.৩০	৫০০০টি
৮।	সিডোর উপর ওরিয়েন্টেশন	সংখ্যা	৯.১৫	৯টি	৮.১৭	৫টি
৯।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১৭.২৫	থোক	১৭.২৫	থোক
১০।	সিডোর ওপর প্রশিক্ষণ (জজ ও অন্যান্য কর্মকর্তা)	জন	২১.১০	২৬০	২০.৫০	২৮২
১১।	পিএসসি মিটিং	সংখ্যা	১.০০	৬টি	০.৮৪	৬টি
১২।	প্রকল্পের জন্য সহায়তা (আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি)	থোক	৩.২৫	থোক	৩.২২	থোক
১৩।	চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক
১৪।	বিবিধ (ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ইত্যাদি)	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৪৯	থোক
	উপমোট (রাজস্ব)		**৯৬.৪৭**		**৭৬.৫৯**	**-**
	(খ) মূলধন		-	-	-	-
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৯৬.৪৭**	**১০০%**	**৭৬.৫৯**	**১০০%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ**

৭.১ **পটভূমি:** স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুগোপযোগী অনেক আইন প্রণীত এবং কিছু কিছু আইনের সংশোধন হলেও অনেক আইন এখনও নারীদের জন্যে বৈষম্যমূলক। দেশের গোটা জনগোষ্ঠীর এই অংশটিকে মূল স্রোতধারায় আনতে না পারলে জাতিগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা নিরসনে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত 'সিডো' (CEDAW) বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশে 'সিডো' বাস্তবায়নে ঢাকাস্থ উনিফেম "ইমপ্লিমেন্টেশন অব সিডো ফর রিডিউসিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমিন" শীর্ষক প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে এসেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের মহিলা সংসদ সদস্যগণকে সিডো বাস্তবায়নে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। একইসাথে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা এবং সভার মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আইনগুলো যাতে যুগোপযোগী করে তোলা যায় সে বিষয়েও প্রয়াস নেয়া হবে। প্রকল্পটির আওতায় কর্মশালা আয়োজন ও সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

(ক) নারীর মানবাধিকার রক্ষা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যরোধে বিচার ব্যবস্থায় 'সিডো' (CEDAW) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান; এবং

(খ) বিচারিক এবং পারিবারিক আদালতের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে সিডো বেঞ্চ বুক তৈরী করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** "Implementation of CEDAW for Reducing Violence against Women (2^{nd} Revised)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা মূল প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২১/০৯/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৯৭.১৫ লক্ষ) এবং জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত।

প্রথম সংশোধন: ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯/০৩/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭২.১৫ লক্ষ) এবং মেয়াদকাল জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় সংশোধন: ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮/০৫/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৪৭ লক্ষ) এবং মেয়াদকাল জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প কার্যালয় অর্থাৎ লেজিসটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সুলতানা নাসের খান, যুগ্ম-সচিব কাম-প্রকল্প পরিচালক; ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, উপ-সচিব; এবং শাহানা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

৯। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি**

প্রকল্পের আওতায় জুন,২০১৩ পযন্তক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৭৬.৫৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	-	(৮)	(৯)	(১০)
২০১০-২০১১	৩৭.০০	৩.০০	৩৪.০০	-	১.৯৩	-	১.৯৩
২০১১-২০১২	৮৫.০০	১২.০০	৭৩.০০	-	২৮.৬৭	-	২৮.৬৭
২০১২-২০১৩	৫৪.০০	-	৫৪.০০	-	৪৫.৯৯	-	৪৫.৯৯
মোট ঃ	**১৭৬.০০**	**১৫.০০**	**১৬১.০০**	**-**	**৭৬.৫৯**	**-**	**৭৬.৫৯**

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদে সংশোধিত এডিপি'র মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১৭৬.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬১.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, জিওবি'র সংস্থানকৃত ১৫.০০ লক্ষ টাকার কোন অর্থই অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়নি, প্রকল্প সাহায্যের ৭৬.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে মিসেস সুলতানা নাসিরা খান, যুগ্ম-সচিব প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	নারীর মানবাধিকার রক্ষা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যরোধে বিচার ব্যবস্থায় 'সিডো' (CEDAW) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান; এবং	(ক)	নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা নিরসনে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত 'সিডো' বাস্তবায়নে ঢাকাস্থ উনিফেম "ইমপ্লিমেন্টেশন অব সিডো ফর রিডিউসিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমিন" শীর্ষক প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসায় প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের মহিলা সংসদ সদস্যগণকে সিডোর বাস্তবায়নে সচেতন করে তোলা, একইসাথে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা এবং সভার মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আইনগুলো যুগোপযোগী করে তোলা, কর্মশালা আয়োজন ও সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করায় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
(খ)	বিচারিক এবং পারিবারিক আদালতের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে সিডো বেঞ্চ বুক তৈরী করা।	(খ)	বিচারিক এবং পারিবারিক আদালতের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে সিডো বেঞ্চ বুক প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ** ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয় ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ:** প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ২০১২ সালে ফিলিপাইনে ৪ জন ৩ দিন এবং ২০১৩ সালে তুরস্কে ৩ জন ৫ দিনের স্টাডি ট্যুর করেছেন। ২ জন দেশীয় পরামর্শক সিডোর উপর গবেষণা/পলিসি রিভিউ করেছেন। সিডো বেঞ্চবুক বাংলা সহজ ভার্সন প্রকাশনা করা হয়েছে। সিডো বেঞ্চ বুক ছাপানো হয়েছে। সিডোর উপর ৫টি ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে বরিশাল, মেহেরপুর, নেত্রকোণা, বান্দরবান ও সিলেট জেলা কেন্দ্র হিসেবে নেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ল্যাপটপ-১টি, কম্পিউটার-১টি, প্রিন্টার-১টি, ফ্যাক্স-১টি, স্ক্যানার-১টি, এক্সিকিউটিভ টেবিল-২টি, সোফা-১ সেট, এক্সিকিউটিভ চেয়ার-৩টি, ফ্রন্ট চেয়ার-২টি ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, প্রকল্পটি অর্থের বিবেচনায় ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বিশেষ করে সিডো বেঞ্চ বুকটি নারীর মানবাধিকার রক্ষা ও বিচার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য রেডি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

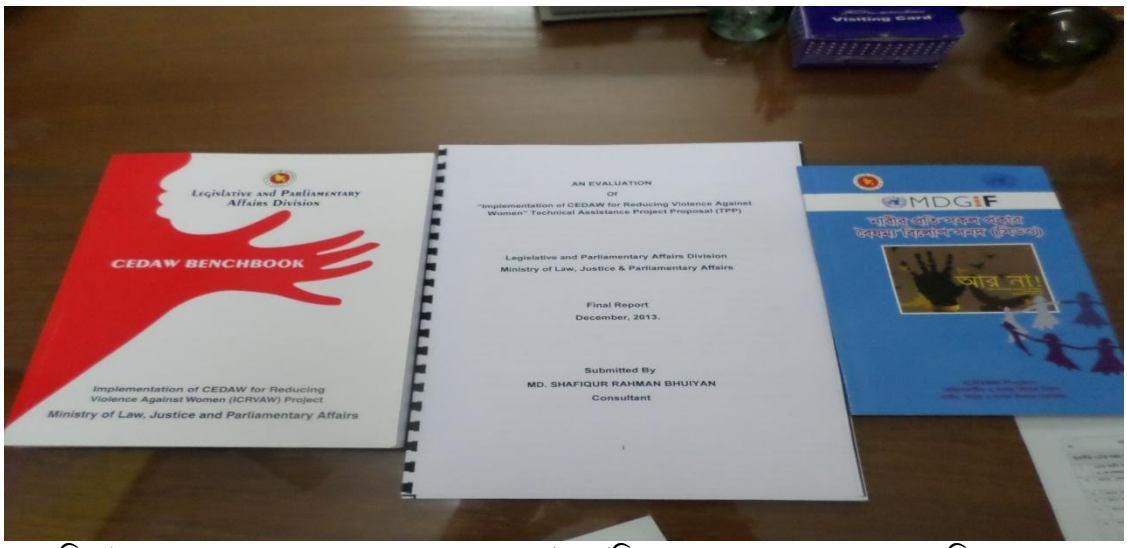

সিডো বেঞ্চ বুক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সিডও

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ**

১৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর (Project Completion Report) প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটির পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১ বছর ৭ মাস পরে। প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও পিসিআর দেরিতে পাওয়ায় আইএমইডি'র কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়; এবং

১৪.২ **পিসিআর-এ ভুল তথ্য সন্নিবেশ করা:** সর্বশেষ সংশোধিত টিএপিপিতে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল সর্বমোট ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৪৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং-৩ অনুচ্ছেদ নং-২ এ মোট ব্যয় এবং প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৮৭.১৫ ও ৭২.১৫ লক্ষ।

১৫। **সুপারিশ :**

১৫.১ প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও পিসিআর দেরিতে পাওয়ায় আইএমইডি'র কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। যথাসময়ে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও সচেষ্ট থাকতে হবে; এবং

১৫.২ ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের নির্ভুল পিসিআর প্রেরণে আরও যত্নবান হওয়া আবশ্যক।